টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd. No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

(দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্

রঘুনাথগঞ্জ

হেড অফিস—**সদরঘাট** * ব্রাঞ্চ—**ফুলতলা**

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল,
রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, বেবী সাইকেল,
পেরামবুলেটর প্রভৃতি ক্রয়ের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

★

সুদক্ষ কারিগর দ্বারা যত্নসহকারে সাইকেল
মেরামত করিয়া থাকি।

৫৯শ বর্ষ
৪৪শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৩০শে ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৭৯ সাল।
১৪ই মার্চ্চ, ১৯৭৩

নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৪৲, সডাক ৫৲

প্রাক দুর্ভিক্ষ অবস্থায়

জঙ্গিপুর মহকুমায় হা-অন্ন
গাঁয়ের মানুষ কাজের জন্যে হন্যে

গবাদি পশুর চরম দুর্দ্দশা

[নিজস্ব প্রতিনিধি]

রঘুনাথগঞ্জ, ১০ই মার্চ্চ—১৩৭৯ সালের দীর্ঘায়িত ও ব্যাপক খরা মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে ঠেলে দিয়েছে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে। গাঁয়ের মানুষ আজ বেকার। গেরস্ত তাদের কাজ দিতে পারছেন না। এ সময়ে রবি ফসলের জন্যে চাষীরা কর্ম্মব্যস্ত থাকে। তারা আলু তোলে, আখ কাটে। বৃষ্টি হয়নি, রবিকরে রবি ফসল যেমন নাই, তেমনি নাই অন্য ফসল। জমিতে যব-গমের কাঠি যা দাঁড়িয়ে, তাতে না হবে গো-খাদ্য, না হবে মানুষের খাদ্য। হৈমন্তিক ধানও আদৌ হয়নি। সমস্যা মানুষের দু'মুঠোর, সমস্যা গবাদি পশুর দিনে অন্ততঃ এক নাদা জাবনার। মানুষ ভিক্ষাবৃত্তি নিতে পারে, এক মুঠো পেতে অন্যত্র ছুটে যেতে পারে। গরু-মহিষগুলো তৃষ্ণাদীর্ণ মাঠে মাঠে শুকনো ঘাসের চিহ্ন না পেয়ে ড্যাবডেবে চোখে চাইছে। তাদের ফরিয়াদ মানুষের বিরুদ্ধে। কেন না ধান কাটা হলে যে গোড়ার অংশ জমিতে লেগে থাকে, তাও কেটে নিয়ে গেছে ওরা জমিকে পরিষ্কার ঝাঁট দিয়ে। এ দৃশ্য ৩৪নং জাতীয় সড়কের দু'পাশের জমিতে।

পঙ্গপালের মত মানুষের ঝাঁক বহুদূর হতে রাত্রির শেষ প্রহরের ট্রেনে বাদুড়-ঝোলা হয়ে চলেছে আহিরণে গঙ্গা ব্যারেজের খাল কাটতে। পাঁচ সিকা, দু'টাকা যা ভাগে পাওয়া যায়। জীর্ণ কঙ্কালসার পবিত্র মাঝি বললে: "দেখ্যাছিলেন তো আমার শরীলট্যা, ক্যামুন চ্যাহোট পাথোর? এখুন দেখি বিশ্যাস হবে? গিরস্তই খেতে না পেইঙ্ মংছে; কাজ দিবে কোতি থেকি? আহিরিণ যেছি। গতর ন্যাইঙ্, এক টাকা ড্যাড় টাকা পেছি।"

নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার আহ্বানে বিক্ষোভ ও অবস্থান

বহরমপুর, ৯ই মার্চ্চ—কেন্দ্রীয় আন্দোলনের কর্ম্মসূচী অনুযায়ী পে-কমিশনের সংখ্যা গরিষ্ঠের রায় কার্য্যকরী করা, সার্ব্বিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন চালু করা, অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা, কেন্দ্রীয় বাজেটের ১০%, রাজ্য বাজেটের ৩০% ও জাতীয় আয়ের ৬% শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করা, শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাশ্যের অবসান—এই মূল পাঁচটি দাবী ও অন্যান্য বৃত্তিগত দাবীগুলি আদায়ের জন্য গত ৭ই মার্চ্চ নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার আহ্বানে প্রায় পাঁচ শতাধিক শিক্ষকের উপস্থিতিতে ও শ্রীবিমল ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে একটি সংক্ষিপ্ত সভা হয়। শ্রীনিতাইসুন্দর দত্ত ও শ্রীমানব সাহা সহ-সম্পাদকদ্বয় ভাষণ দেন। তাঁরা শিক্ষকদের দাবী, স্কুল বোর্ড উপদেষ্টা কমিটির সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে দলীয় স্বার্থে ব্যাপক দুর্নীতি, স্বজন-পোষণ ও নগ্নদলবাজী, শিক্ষক সমিতিগুলির মতামত উপেক্ষা করে স্কুল অনুমোদন ও সংগঠক শিক্ষক নিয়োগে কারচুপি করে পেটোয়া শিক্ষক নিয়োগ, স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে সরকারী রীতিনীতি লঙ্ঘন করে শিক্ষকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বদলী এবং বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন। এরপর তাঁরা প্রচণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও একটি দীর্ঘ শৃঙ্খলাবদ্ধ মিছিল করে গিয়ে ডি, আই, অফিসের সামনে বিক্ষোভ-অবস্থান করে। কেন্দ্রীয় ও ১৭ দফা জেলাগত দাবীদাওয়া নিয়ে ডি, আই-এর সঙ্গে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সর্ব্বশ্রী বিমল ভট্টাচার্য্য, মানব সাহা, নিতাইসুন্দর দত্ত, সন্তোষ তরফদার, দেলোয়ার হোসেন ও নিতাই রায়। অধিকাংশ দাবীগুলি ডি, আই কার্য্যকরী করার প্রতিশ্রুতি দেন। স্কুল অনুমোদন ও সংগঠক শিক্ষকদের নিয়োগের ব্যাপারে এমন কি কোন কোন বদলীর ক্ষেত্রে কিছু অন্যায় হয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন যে, প্রতিকূল সরকারী নির্দ্দেশ থাকায় তিনি উপদেষ্টা কমিটির সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করতে বাধ্য। প্রশাসনিক ন্যায় নীতি অনুযায়ী বাধা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৭৯ সাল।

অবৈতনিক মাধ্যমিক শিক্ষার ভাবী পদযাত্রা

রাজ্য শিক্ষাদপ্তরের একটি বিজ্ঞপ্তিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির ঘাটতিভিত্তিক সরকারী অনুদান সম্বন্ধে যে নূতন কথা বলা হইতেছে, তাহার দ্বারা এই রাজ্যের জনগণের দগ্ধভালে শিক্ষা জিনিসটি আর মিলিবে না বলিয়া মনে হয়। কেন না বলা হইয়াছে যে, ছাত্রবেতন আদায় এবং শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বেতন দিতে যে খরচ হইবে, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে অনুদান ঘাটতিভিত্তিক হইবে; বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিচালনায় তাহা বিবেচ্য নহে।

শিক্ষক প্রভৃতির বেতনদান ছাড়াও অনেক খরচ থাকে। গ্রন্থাগার পুস্তক ক্রয়, আসবাবপত্র ক্রয়, অর্থ-অনর্থক কাজ লইয়া কেন্দ্র তথা জেলা শিক্ষা-দপ্তরের অফিসে অগণিতবার প্রধাবন ব্যয়, কাগজ-কালি—বহু লেজাররেজিষ্টার ও ট্যাক্সদানের খরচ, খেলাধূলার সরঞ্জাম খরিদ, চক্-ডাষ্টার-ব্ল্যাকবোর্ড-ম্যাপমডেল-প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশের জিনিস ক্রয় বাবদ যে ব্যয় হয়, তাহা কম নহে এবং ইহাদের চাহিদা মিটাইতে সরকার প্রদত্ত অতি সীমিত বরাদ্দে অসংকুলান হয় বলিয়া বিদ্যালয়সমূহকে এক প্রচণ্ড আর্থিক চাপের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে হয়। অতঃপর এই সমস্ত খরচের দায়িত্ব যদি বিদ্যালয়কেই লইতে হয় তবে তাহা যে জনগণের উপরে বর্তাইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিপর্যস্ত বর্তমান জীবনযাত্রায় এই নয়া ব্যবস্থা কত বড় অভিশাপ, সহজেই অনুমেয়।

বলা হইতেছে যে, সকল বিদ্যালয়কে সরকারী ঘাটতিভিত্তিক সাহায্যদানের আওতায় আনা হইবে এবং তাহাতে খরচ বাড়িবে। কিন্তু এই উপায়ে সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির টাকা কাটিয়া লইয়া থোকসাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিকে ঘাটতিভিত্তিক অনুদান প্রাপ্ত করিতে শিক্ষাখাতে সরকারী ব্যয়ভার বাড়িবে বলিয়া মনে হয় না প্রথমতঃ এই কারণে যে, অনুদানের আওতায় আসিতে যে সব সর্তাবলী পূরণ করিতে হইবে, তাহা অনেকের পক্ষে পূরণ করা আদৌ সম্ভব হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, বেতনের সুবিধাভোগী নহে এমন কোন দুঃস্থ ছাত্রকে প্রধান শিক্ষক মানবিক ধর্মের খাতিরে বেতনদানে রেহাই দিলে, তাহা অনুদানের টাকা হইতে কাটা যাইবে এবং শিক্ষকদের আনুপাতিক হারে হয়ত কম বেতন লইতে হইবে।

কাজেই বিদ্যালয় চালাইতে ছাত্রবেতন বর্তমানে সাধারণতঃ যাহা আছে, তাহার দ্বিগুণ করিলে কুলাইবে কিনা সন্দেহ। গ্রন্থাগারে পুস্তক থাকিবে না, ম্যাপ-ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার হইবে না, চক্ কেনা হইবে না ইত্যাদি। আর কত নাম করিব?

মাধ্যমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করিতে হইবে—ইহা তাহারই পদযাত্র কি? ইহা শিক্ষার সঙ্কোচ না প্রসার?

চুরির হিড়িক

বেশ কিছুদিন হইতে অত্র শহরে চুরির হিড়িক আরম্ভ হইয়াছে। বিগত কয়েক দিনে জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জ শহর দু'টিতে বিক্ষিপ্তভাবে চুরি হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এমন কি এক রাত্রিতে একাধিক বাড়িতেও চুরি হইয়াছে। চোরেরা হয়ত বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হইয়া তাহাদের নৈশ অভিযান চালাইতেছে এবং সফলও হইতেছে।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এখানকার পুলিশ বিভাগ কী করিতেছেন? রাত্রিতে শহরের নানা এলাকায় পুলিশ টহলের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করা হয় বা হইতেছে। খাতাপত্রে সে ব্যবস্থা পাকা করিয়া রাখা হয় নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই বিভিন্ন এলাকার টহলদারী দলকে 'টোকেন' দেওয়া হয়, নিশ্চয়ই ঠিক ঠিক কাজ হইতেছে কিনা তাহা পরীক্ষার নিমিত্ত ওই সব 'টোকেন'-এর উপযুক্ত ব্যবহার হয়। তথাপি এইরূপ বিচ্ছিন্ন আকারে চুরি চলিতে থাকিলে মানুষের রাত্রির ঘুমটুকু চলিয়া যাইবে। আগে শুনিতাম, কন্যার পিতা রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। এখন ইহার উপর আসিয়া পড়িয়াছে আজিকার অগ্নিস্পর্শী দ্রব্যমূল্যের দিনে সংসার চালাইবার ভাবনা, বিশেষতঃ সীমাবদ্ধ আয় হইলে এবং অবৈধ-ভাবে অর্থোপার্জনের কল্যাণ না থাকিলে, ইহারা ঘুমের অনেকটা সময় কাড়িয়া লইয়াছে; সামান্য সময় যেটুকু থাকে, সেই অবসরে এইরূপ চক্ষুদানের কাজ চলিলে মানুষ কী করিবে?

রঘুনাথগঞ্জ থানা কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, এইরূপ চুরির অশান্তি হইতে জনসাধারণকে মুক্ত করুন।

পুরাতনী

সম্পাদনা : শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

: কালের আবর্ত্তে :

এ বৎসর কালনামা মহারৌদ্রের প্রতাপে আবর্ত্ত মেঘের দেখা নাই। কলেরা-বসন্ত প্রকোপ দেখাইতেছে। অত্র মিউনিসিপ্যালিটিতে কলেরায় লোকক্ষয় আরম্ভ হইয়াছে। কেবলমাত্র গন্ধক পোড়াইয়া ও ঢোল বাজাইলেই মিউনিসিপ্যালিটি কর্ম্মকর্তাদিগের কর্ত্তব্য শেষ হইবে না; শহরের পরিচ্ছন্নতার উপর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পায়খানা ও রাস্তাগুলির উপর যেন কর্তাদের নেকনজর থাকে। ময়লা যেন বকেয়া না পড়ে।

জঙ্গিপুর সংবাদ : ৪/২/১৩২৩ ইং ১৭/৫/১৯১৬

লক্ষ্মীর ঝাঁপি ও সরস্বতীর ঝুলি

মিউনিসিপ্যালিটি সমূহের পক্ষ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য পদপ্রার্থী ছিলেন তিনজন—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় হাইকোর্টের উকিল, নশীপুরের মহারাজকুমার এবং আজিমগঞ্জের রাজা বিজয় সিংহ দুধোরিয়া বাহাদুর। গত ২৭শে মে অত্রস্থ কমিশনারদের অনেকেই রাজা বিজয় সিংহ বাহাদুরের লক্ষ্মীর ঝাঁপিকে আনুকূল্য দেখাইয়াছেন। সরস্বতীর কৃপাপ্রাপ্ত নশীপুরের মহারাজকুমার উকিল বাবু দ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায় এবং মোক্তার বাবু কালীপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দের ভোট পাইয়াছেন। জঙ্গিপুরের উকিল বাবু আশুতোষ সরকার এম, এ, বি, এল সুরেন্দ্রবাবুর সরস্বতীর ঝুলিকে পছন্দ করিয়াছেন। এখন 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা' কি বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে দেখিবার অপেক্ষায় রহিলাম।

জঙ্গিপুর সংবাদ : ১৮/২/১৩২৩ ইং ৩১/৫/১৯১৬

জঙ্গিপুরের নাট্য আন্দোলনের ইতিহাস

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(১১)

আগেই বলেছি আমার সময় প্রতিটি নাটকের সাফল্যের মূলে ছিল Team work বা সংঘ-চেতনা। কলিকাতায় নাটক দেখে এসে আমি আমার Team work তৈরী করতাম। team spirit তৈরী করতে বড় পরিশ্রম হত। ১৯৩০ সালে আমি "মানময়ী গার্লস্ স্কুল" অভিনয় করি। চমৎকার নাটক, নাটকীয় মুহূর্ত্তগুলি অপূর্ব সুতরাং বই জমতে বাধা নেই। আমি দামোদর চৌধুরী, প্রভাস রাজেন মোক্তার, গোবিন্দ গুপ্ত মানস, মনিদাস মানময়ী, পঙ্কজ সরকার চপলা, জগবন্ধু মল্লিক নীহারিকা। এই বইখানি ১০।১২ রাত্রি অভিনয় করি। জঙ্গিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের সাহায্যে এই বইখানি অভিনয় করে হাসপাতালকে "মাইক্রোস কপ" কেনার জন্য ১৩৲ টাকা দান করি। এরপর নাটক বাছাই করতে করতে ১৯৩২ সাল এল। এই অবসরে জঙ্গিপুরের শিল্পীরা "মাটির ঘর" ও "প্রতিব্রতা নাটক মঞ্চস্থ করেন। পরিচালনার দায়িত্ব আমার ছিল। পতিব্রতায় আমি রাজেশ্বর বোস, মুক্তি চট্টোপাধ্যায় রনেন, গণেশ চট্টোপাধ্যায় কালীচরণ, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (তেঁতুল ডাক্তার) গুপে গুণ্ডা। মাটির ঘরে জঙ্গিপুরের প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম মঞ্চাবতরণ। আমি এই ফাঁকে একরাত্রি ভূপেনবাবুর "শাঁখের কড়াত" ও "চিকিৎসা সঙ্কট" অভিনয় করি।

এল ১৯৩৩ সাল। "সীতা" বই নির্বাচন করা হল। শিশির বাবুর সীতা বই আমার দেখা ছিল। তাই ১৯৩৩ সালের শেষ দিকে শিল্পী নির্বাচন করে মহলায় ফেললাম। আমার সময় অভিনয়ের জন্য নাটক বাছাই, শিল্পী নির্বাচন ও পরিচালনা করার সব কিছুর দায়িত্ব আমার উপর ছিল। শিল্পী নির্বাচন এইভাবে করলাম—রাম আমি, লক্ষ্মণ গোবিন্দ গুপ্ত, ভরত তারাপ্রসন্ন, শত্রুঘ্ন সরোজ নাথ (কাঁচা আম ', বাল্মীকি তারাপদ মুখোপাধ্যায়, বশিষ্ট তারিণীবাবু, দুর্মুখ শ্যামাপদ সরকার, লব পুষ্পিতা চট্টোপাধ্যায় (ঝনটু), কুশ শিবু মণ্ডল, আত্রেয়ী মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, সীতা বিজয় মিত্র, কৌশল্যা মণিদাস, ঊর্মিলা জগবন্ধু মল্লিক, তুঙ্গভদ্রা পঙ্কজ সরকার, শম্বুক দীনেশ গুপ্ত, বৈতালিক পীরু (লালবাগ)। প্রস্তাবনায় "কথা কও কথাকও' গানটি বাদল ঘোষ এমন চমৎকার গেয়েছিল যে লোকে অভিভূত হয়ে পড়ে। দীর্ঘ ৫।৬ মাস মহলার পর বই নামানো হল। নাটক দেখে সকলেই আমাদের অভিনন্দিত করলেন। শিশির বাবুর style'এ সংলাপ বলান অভিনেতাদের শেখান হল যা দর্শকদের কাছে নতুন বলে মনে হল। নেপথ্যে আমাদের সাহায্য করেছিলেন বিষ্ণুদা, বিভূতিবাবু, রাধাগো বন্দবাবু ও পাঠাগারের সম্পাদক রোহিণী-বাবু। সীতার সাজ-পোষাক দিয়ে সাহায্য করেছিলেন কাঞ্চনতলার জমিদার শ্রীরাজা রায়। তিনিও অভিনয়-রাত্রে উপস্থিত ছিলেন। সীতা নাটকের সাফল্য দেখে আমার ধারণা হয়েছিল অবৈতনিক নাট্য সম্প্রদায় যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় করতে পারে তার প্রতি শিল্পীদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। খাতিরে পড়ে ভূমিকা বণ্টন করলে, অযোগ্য ব্যক্তিকে কোন কঠিন ভূমিকায় মনোনীত করলে মহা গণ্ডগোল। শুধু তাই নয়, মহলা ও শিক্ষা ব্যাপারে অনেক বিভ্রাট ঘটে থাকে। এমন অনেক সবজান্তা অভিনেতা আছেন যাঁরা মনে করেন যে তাঁরা যেভাবে বক্তৃতা অঙ্গ চালনা হাবভাব প্রকাশ করেন তাই অভ্রান্ত। শিক্ষকের উপদেশ বা অভিমতে কর্ণপাত করা আবশ্যক মনে করেন না। যার ফলে তাঁর ভ্রম সংশোধন ত হলই না, অভিনয়ে তাঁর ত নিন্দা হবেই এমন কি সমস্ত সম্প্রদায় দুর্নামের ভাগী হবে। সেইজন্য অভিনয়ের দোষ-ত্রুটি একমাত্র যিনি শিক্ষক বা নির্দেশক তিনিই সংশোধন করবেন এবং অভিনেতৃগণের কর্ত্তব্য তাঁর উপদেশ অনুসারে চলা। পাঁচজনের কথায় কর্ণপাত করলে অভিনেতা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে তাই একটা পথই অবলম্বন করা উচিত। ইংরাজীতে একটা কথা আছে "To many cooks spoil the broth" সীতার পর আমাদের বেশ কিছুদিন নতুন নাটক অভাবে বসে থাকতে হয়েছিল। নাট্য আন্দোলনের ২য় পর্ব এইখানে শেষ। (ক্রমশঃ)

হর্ষবর্দ্ধন

—শ্রীবাতুল

দু'টি ছায়াছবি : 'দো আঁখে বার হাত,' 'দো বচ্চে দশ হাত'।

বিষয়বস্তুতে দোঁনো মেঁ কিতনী তফাৎ!

* * *

'ইট্স্ হট্ ইন্ প্যারাডাইস্' চিত্রটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্যারাডাইস্ চিত্রগৃহে প্রদর্শিত 'ধুন্দ' ছবির প্রচার চালিয়েছে প্রকারান্তরে।

* * *

প্রকাশ, অসমীয়া না হলে (স্থায়ী বাসিন্দা হলেও) চাকরীপ্রার্থী হিসেবে নাম রেজেষ্ট্রী করা চলবে না—আসাম সরকারের এই নির্দেশ প্রত্যাহার অথবা সংশোধন করাবার কেন্দ্রীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে।

—শারদ-শ্রী এমনই যে সকল অবস্থাতেই মনোরম।

* * *

এই প্রসঙ্গে কাতুখুড়ো বললেন—প্রশ্রয়পুষ্ট বিশেষ জীব ঘাড়ে উঠলে আর নামতে চায় না। কেন্দ্রের সেই অবস্থা হয়েছে।

* * *

মৎপুত্র হাবার সাম্প্রতিক আবিষ্কার :

যে শব্দে হিন্দু শাস্ত্রের গন্ধ থাকলেও যে কোন ধর্মের লোক তাকে মেনে নেওয়া ধর্মবিরুদ্ধ মনে করছেন না, তা হচ্ছে **'ধর্ম্মঘট'**

* * *

বোম্বাই এর খবর : মেয়েদের বাথরুম থেকে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকার সোনা মিলেছে।

সোনাঝরা সোনামণিদের এ দাক্ষিণ্য পেলেন কোন্ রূপচাঁদ? অথবা

ইস্ তরহ্ সে কুছ্ মিলে তো ঝাড়ুদার জরুর হোঈ।

ডেপুটেশন, ঘেরাও, শেষে প্রত্যাহার

সাগরদীঘি, ৮ই মার্চ্চ—খাস জমি ঠিকভাবে বণ্টন করতে হবে, ভাগচাষ কেস প্রত্যাহার করতে হবে, জে, এল, আর, ও অফিসের দুর্নীতি দূর করতে হবে ইত্যাদি পাঁচ দফা দাবীর ভিত্তিতে গত শুক্রবার সি, পি, আই-এর নেতৃত্বে একদল লোক জে, এল, আর, ও অফিস ঘেরাও করেন এবং একটি স্মারক-লিপি দেন। কিন্তু আফিস কর্ত্তৃপক্ষের কাছে তাঁরা দাবীগুলির সঠিক বিশ্লেষণ করতে না পারায় ঘেরাও এবং স্মারকলিপি প্রত্যাহার করে নেন।

॥ জঙ্গিপুরের কড়চা ॥

॥ বসন্ত জাগ্রত দ্বারে ॥

ফাগুন বনে বনে লেগেছে। তার জ্বলন্ত প্রমাণ গাছে গাছে। তা আবার পলাশ শিমুল, রাঙা কিংশুকের। তাদের রাঙা রঙের শিখায় ভরে গিয়েছে আশ-পাশ, ভরেছে বিলের ধারের পায়ে চলা মেঠো পথ। আকাশের রঙও হয়েছে রঙে রঙিন। নদী ধারের বুড়ো বট গাছটাও ছেড়েছে জীর্ণবাস, বুকটা তার ঝলমল করতে শুরু করে দিয়েছে কচি কিশলয়ের কাঁচা রঙের ঝলমলানীতে। কিন্তু এই কী বসন্ত? জাগ্রত বসন্তের শুধু এই কী একটা রূপ! হ্যাঁ, আরেক রূপ তার গ্রামে ঘরে ঘরে—যেখানে কত শত মানুষের 'ব্যাধি খর শরে ভরিল সকল অঙ্গ,' তাদের কণ্ঠ 'নিশিদিন সকরুণ ক্ষীণ,' সেই ক্ষীণ স্বরে ধ্বনিত হয় "কোথা হন্ত, চিরবসন্ত! আমি বসন্তে মরি।" অস্বীকার করার উপায় নাই—'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।' নাঃ এ রোদন ভরা এ বসন্ত।

॥ কয়লা নয় কালো মানিক ॥

অফিস হতে ফিরতেই গৃহিণী বল্লেন—'অমুক ডিপোর একজন কয়লা দিয়ে গেছে। আমার কয়লা এখনও তো আছে? তবে খামোকা! দিন ১৫।২০ না আনালেই পারতে।' আমি তো অবাক! কৈ কাওকেই তো বলিনি। তবে অফিস যাবার পথে পাড়ার দুটো তিনটে ডিপোর পাশ দিয়ে যাবার সময় বোধ হয় ডিপোর মালিকেরা প্রত্যেকেই কয়লা লাগবে কিনা জিজ্ঞেস করেছিল। কিন্তু কৈ আমি তো কিছু বলিনি তাদের। তবে তাদের মধ্যে কেউ বুঝি জোর করেই একরকম দিয়ে গিয়েছে আমার অনুপস্থিতিতে।' বুঝলাম কয়লা শুধু জ্বালানি।

যাক্ এটা তো দু'মাস আগের কথা। হাল আমলের কথা শুনুন—সে বড় আশ্চর্য্যতর। কয়লা ফুরোবার দিন পাঁচেক আগে গৃহিণী বল্লেন—'কয়লা আনাতে হবে তাড়াতাড়ি।' ছুটলাম ডিপো মালিকদের কাছে। দেখলাম তারা আসন সেঁটে উপবিষ্ট, মুখ কারো কারো ভীষণ গম্ভীর। পাঁচটা কথা বল্লে একটা উত্তর দেয়। কয়লা ভাল মন্দের কথা বল্লে—এক রকম মারতে আসে আর কী?

এখন বুঝছি, কয়লা শুধু চুল্লী জ্বালায় না, গৃহ-কর্ত্তার জ্বালাচ্ছে মেজাজ। চড়া দামে কিছু কয়লা আনলাম বটে তবে তা ডিপো কর্ত্তার চড়া কথা শুনে। নিজের তিক্ত মেজাজ শান্ত করে গিন্নীর কাছে দোহাই দিয়ে বল্লাম "ওগো, কয়লা এখন থেকে যত পার কম পোড়াও, যদি পার তো বেশী করে আঁচলে বাঁধ। কেন না কয়লা এখন কয়লা নয়, কালো মানিক।"

সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ!

অরঙ্গাবাদ, ৫ই মার্চ্চ—কিছুদিন থেকেই স্মৃতি থানার ও, সি-কে নিয়ে পরস্পর বিরোধী ঘটনা ঘটছে। আজ জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের (সদর অরঙ্গাবাদ) ফেষ্টুন নিয়ে একদল জনতা "দারোগার বদলী চলবে না," "বদলী প্রত্যাহার করতে হবে"—ধ্বনি দিতে দিতে শহর পরিক্রমা করে। কিছুদিন পূর্ব্বে স্থানীয় একজন ব্যবসায়ীকে অন্যায়ভাবে অপমান করার প্রতিবাদে হাজার হাজার জনতা থানা ঘেরাও ক'রে দারোগার পদত্যাগ এবং বদলী দাবী করে। দোকান বাজারও বন্ধ হয়ে যায়। অবস্থা এতদূর গড়ায় যে শেষ পর্যন্ত C. R. P. ডাকতে হয়। শেষ পর্যন্ত স্থানীয় এম-পি হাজী লুৎফল হকের চেষ্টায় অশান্ত জনতা শান্ত হয়। কিছুদিনের মধ্যেই জনতার ভগ্নাংশের (সেদিনের জনতার তুলনায় আজকের জনতা ভগ্নাংশ মাত্র) এই দাবী জনগণকে অবাক করছে।

ছিনতাইকারী মিশায় আটক

সাগরদীঘি, ১০ই মার্চ্চ—এই থানার অনুপপুর গ্রামের মেকাইল সেখকে গতকাল রাত্রে চলন্ত ট্রাক থেকে মাল ছিনতাই এর অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সর্ব্বশেষ সংবাদে জানা গিয়েছে যে তার বিরুদ্ধে 'মিসা' আইন প্রয়োগ করা হয়েছে।

সম্প্রতি নয়নডাঙ্গা গ্রামের হারেজ সেখ নামে আরও একজনকে ৩৪নং জাতীয় সড়কে রাহাজানির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান

রঘুনাথগঞ্জ, ১১ই মার্চ্চ—গতকাল স্থানীয় ম্যাকেঞ্জি পার্কে জঙ্গিপুর মহাবিদ্যালয়ের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উক্ত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন মহাবিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীকালীপদ ঘোষ। বিভিন্ন খেলাধূলায় বিজয়ী হয়ে চ্যাম্পিয়ান-শীপ লাভ করেন হরদয়াল প্রসাদ, দেবাশীষ দাস ও মেয়েদের মধ্যে আকতারজাহান্।

মির্জাপুর, ১১ই ~~জানুয়ারী~~ মার্চ্চ—আজ রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং ১ এর বাৎসরিক স্পোর্টস্ জরুর মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। ব্লক স্পোর্টস্ এসোশিয়েশন আয়োজিত এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ১নং ব্লকের বিভিন্ন গ্রামবাসীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। তীব্র প্রতিযোগিতার পর মির্জাপুরের নবভারত স্পোর্টিং ক্লাব ১০১ পয়েন্ট লাভ করে দলগত চ্যাম্পিয়নশীপ লাভ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত বছরও নবভারত স্পোর্টিং ক্লাব এই চ্যাম্পিয়নশীপ লাভ করেছিল।

নিমতিতা, ৩রা মার্চ্চ—গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী শেরপুর রুদ্রসংঘের ৬ষ্ঠ বার্ষিকী দৌড়-ঝাঁপ প্রতি-যোগিতা নিমতিতা হাই স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। পতাকা উত্তোলন করেন শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সামসেরগঞ্জ ব্লক, (সমাজ উন্নয়ন আধিকারিক।) এই বৎসর মুখ্যতঃ প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে এই প্রতিযোগিতা হয়। নিমতিতা অঞ্চলের প্রায় সমস্ত স্কুল থেকেই ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে।

অরঙ্গাবাদ, ২রা মার্চ্চ—আজ স্থানীয় ডি, এন কলেজের মাঠে অরঙ্গাবাদ হাই স্কুলের (উচ্চতর মাধ্যমিক) বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে শেষ হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মুর্শিদাবাদের বিদ্যালয়সমূহের (মাধ্যমিক) পরিদর্শিকা শ্রীমতী শান্তিলতা দাস এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন অধ্যক্ষ শ্রীকুমার আচার্য। ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেন একাদশ শ্রেণীর ছাত্র মহঃ গফফর আলি। সভাশেষে প্রধান শিক্ষক শ্রীসরোজাক্ষ ভট্টাচার্য সকলকে ধন্যবাদ জানান।

চিঠি-পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসা

মাদ্রাসার বিগত ইতিহাসে সেখ সাহাদাৎ হোসেন এই প্রতিষ্ঠানের যে প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছেন তা অপূরণীয়। আবার তিনি মাদ্রাসায় যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাজের কিছু নমুনা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরছি।

মাদ্রাসার যাবতীয় জিনিস মাদ্রাসারই একমাত্র সম্পত্তি, জনসাধারণেরই সম্পত্তি। কিন্তু সাহাদাৎ সাহেব মাদ্রাসার একখানা টেবিল আর টাইপ রাইটিং মেসিনটা তিনি আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাসায় নিয়ে গেছেন। মাদ্রাসার মূল্যবান খাতাপত্র বাসায় নিয়ে রেখেছেন। তিনি একজন শিক্ষক নিয়োগে অহেতুক দু'দিন ছুটি ঘোষণা করেছেন। এই শিক্ষক পূর্বে করণিক ছিলেন। শিক্ষক উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তিনি বাইরের লোক দিয়ে অধ্যাপনার কাজ চালান। শিক্ষকেরা বসে বসে তাঁর কাজকর্মের তারীফ করেন কি ?

পরীক্ষার জন্য বদরুদ্দিন আহম্মদ সাহেবের ছুটি মঞ্জুর ও তাঁর বেতন দেওয়া সত্ত্বেও তিনি এখন পরীক্ষার Original programme চেয়েছেন। না দিলে বেতন কেটে নেওয়ার হুমকি দেখিয়েছেন। আর অন্যদিকে জয়নাল আবেদিন সাহেবের বাংলা-দেশে গিয়ে Medical leave-এর যে প্রার্থনা তদানীন্তন এ্যাড্‌মিনিসট্রেটার ছুটি মঞ্জুর করেননি, সাহাদাৎ সাহেব এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেননি। মাদ্রাসায় একজন বিজ্ঞান শিক্ষক ও একজন ইংরাজী এম, এ মহিলা শিক্ষকের দরকার সত্ত্বেও একজন মাত্র বি-এ শিক্ষক নেওয়া হয়েছে তাঁরই পরামর্শানু-যায়ী। প্রধান শিক্ষক মহাশয় মাদ্রাসায় শিক্ষকদের দু'টি বসবার জায়গা করেছেন। এই দলবিভাগ কেন ? তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ পরিচালনার ফলে ছাত্র সংখ্যা অত্যন্ত কমে যাওয়ায় তিনি পার্শ্ববর্তী স্কুলের ফেল করা ছাত্রদের বিনা Transfer certificate ব্যতীতই ভর্ত্তি করছেন। তদন্তে তার প্রমাণ হবে।

বহুদিনের এই মাদ্রাসায় বর্ত্তমান কলঙ্কিত অধ্যায় চলুক এবং স্বার্থগৃধ্নু রাজনীতি এই পবিত্র প্রতিষ্ঠানের কর্মধারাকে জবেহ্‌ করুক—ইহা কোনমতেই কাম্য নয়।

তামিজুদ্দিন সেখ
৫-৩-৭৩ জাগুনপাড়া

একই দিনে সব দোকান বন্ধের অসুবিধা

১৯৭২ সালে সাগরদীঘি বাজারকে 'সপস্ এ্যাণ্ড এসটাব্লিশমেণ্ট' আইনের আওতায় আনা হয়েছে। শ্রমিক স্বার্থ রক্ষার জন্য কর্তৃপক্ষের এই মনোভাবকে আমরা স্বাগত জানিয়েছি। ঐ আইনের বলে এখানে বুধবার অর্দ্ধদিবস এবং বৃহস্পতিবার পূর্ণ দিবস দোকান বন্ধের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানকার ক্রেতাসাধারণের অধিকাংশই দিন-মজুর। তাদের পক্ষে বন্ধের ঐ দুই দিনের জন্যে নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রী অগ্রিম কেনা সম্ভব নয়। এই জন্যে ঐ দুই দিন দোকান খোলা রাখার জন্য অন্ততঃ তিন চারটি দোকানের মালিকদের অনুমতি দেওয়া উচিত ছিল। তাঁরা সপ্তাহের অন্য যে কোন দুইদিন দোকান বন্ধ রাখতেন। কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের অনুরোধ, অন্যান্য জায়গার মত এখানেও বন্ধের দিন কয়েকটা দোকান খোলা রাখার নিয়ম চালু করুন যাতে করে দিন-আনা-দিন-খাওয়া মানুষ উপকৃত হয়।

শ্রীসত্যনারায়ণ ভকত, সাগরদীঘি

আমমোক্তারনামা খারিজ

সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য আমি এই বিজ্ঞপ্তি দিতেছি যে আমি ইং ৮-৩-৭৩ তারিখে সেরপুর নিবাসী শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অনুকূলে যে আমমোক্তারনামা রেজেষ্ট্রী করিয়া দিয়াছি তাহা আমি নানা কারণে বাতিল করিলাম। সে আমার আমমোক্তারনামা বলে কোন কাজ করলে তাহার জন্য আমি দায়ী হইব না।

নিবেদক—শ্রীসত্যবান মিশ্র
সাং অমরপুর, পোঃ দেরপুর, বীরভূম

স্যানিটারী ইন্সপেক্টারের কার্য্যে গাফিলতি

ধুলিয়ান, ১লা মার্চ্চ—ধুলিয়ান বাজারে যে সমস্ত মাংস বিক্রয় হয়, তাতে স্যানিটারী ইন্সপেক্টর প্রথা মাফিক ষ্ট্যাম্প মারবার ব্যবস্থা করেন না বলে প্রায়ই ক্রেতাদের অসুবিধায় পড়তে হয়।

গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ সম্মেলন

রঘুনাথগঞ্জ, ১২ই মার্চ্চ—গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রস্তুতি কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীশিবু সান্যাল এক বিবৃতিতে জানান যে আগামী ২০শে মার্চ্চ সম্মতিনগর বাজারে গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রস্তুতি কমিটির ডাকে এক আঞ্চলিক সম্মেলন ডাকা হয়েছে। উক্ত সম্মেলনে সংসদ সদস্য ত্রিদিব চৌধুরী উপস্থিত থাকবেন। আঞ্চলিক সম্মেলনকে সফল করার জন্য জয়রামপুর, পুঁঠিয়া, সেকন্দ্রা, মিঠিপুর প্রভৃতি গ্রামে ১৪ই মার্চ্চ থেকে ১৯শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত কর্মী সভা ও প্রচার অভিযান করা হবে। বিবৃতিতে শ্রীসান্যাল গঙ্গার ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য এই সম্মেলনে দলমতনির্বিশেষে সকলকে যোগদানের অনুরোধ করেছেন এবং আগামী ২৬শে মার্চ্চ বিধানসভা অভিযানে সামিল হওয়ার জন্যে সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন।

চোরের ক্রমবর্দ্ধমান উপদ্রব

মোরগ্রাম, ৮ই মার্চ্চ—এই গ্রামে এবং তার পার্শ্বস্থ জায়গায় গত জুন মাস হতে আজ পর্য্যন্ত চোরের উপদ্রব বেড়ে চলেছে। মধ্যে গ্রামে একটি পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছিল। ফলে চুরি এবং চোরের অত্যাচার কিছু কম ছিল। বর্ত্তমানে উক্ত ক্যাম্পটি উঠে যাওয়ায় গ্রামে এবং আশপাশ অঞ্চলে পুনরায় চোরের উপদ্রব বেড়ে চলেছে।

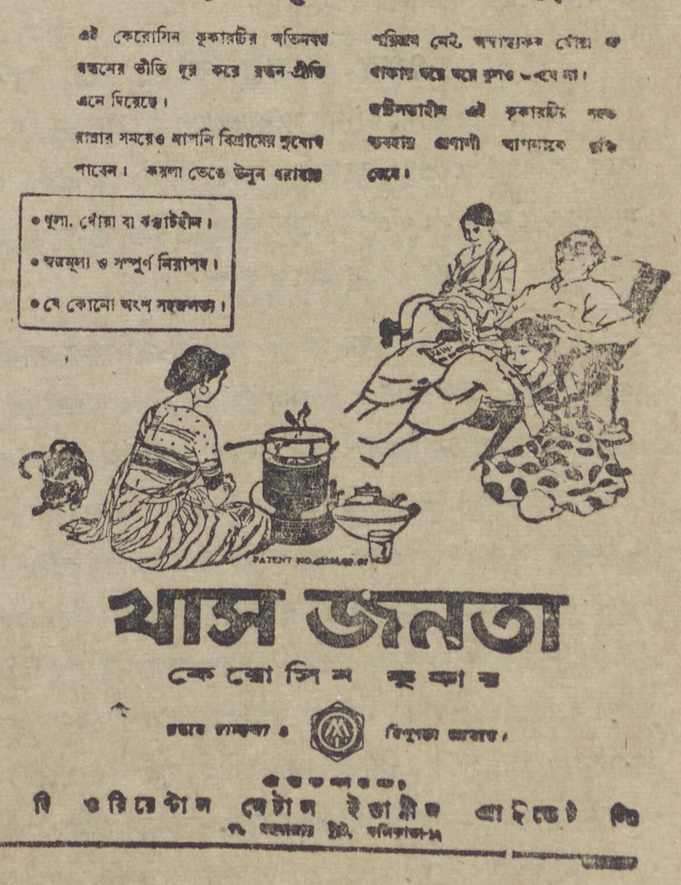

ঘুষের দায়ে

মির্জাপুর, ১৩ই মার্চ—কিছু অসৎ সরকারী আমলা ন্যায়নীতি, বিবেক বিসর্জন দিয়ে কিরূপ অর্থপিশাচ হয়ে পড়েছেন তার এক চাঞ্চল্যকর নগ্নচিত্র সম্প্রতি মির্জাপুর অঞ্চলে ধরা পড়েছে। কিছুদিন ধরে স্থানীয় গ্রামসেবকের বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ আসছিল। কিন্তু এই ধুরন্দর সরকারী কর্ম্মচারীটি অন্যের মারফৎ এই অর্থ নিতেন বলে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করা যেত না। সম্প্রতি তিনি স্থানীয় যুবকংগ্রেস কর্মীদের কাছে ধরা পড়েছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত ৬ই মার্চ আঞ্চলিক যুবকংগ্রেস কর্মীদের নিকট অভিযোগ আসে উক্ত গ্রামসেবক সুশীল রায় নগদ টাকা ঘুষের বদলে নওদা নিবাসী মঃ মর্জেম হোসেনের হাতঘড়িটি নিয়েছেন। শ্রীহোসেন এর আগে ব্যাপারটি থানাতেও জানিয়ে রেখেছিলেন। এরপর যুবকংগ্রেসের পক্ষ থেকে অধ্যাপক অনুপ ঘোষাল, মির্জাপুর আঞ্চলিক যুবকংগ্রেস কমিটির মহঃ সানাউল্লা, দিলীপ সাহা, সৈয়দ নুরেখোদা ও অন্যান্যরা মর্জেমকে সুশীলবাবুর কাছ থেকে ঘড়িটি ফেরত চাইতে বলেন এবং তাঁরা আড়াল থেকে সমস্ত ব্যাপারটি লক্ষ্য করতে থাকেন। ঘড়িটি ফেরত না দিয়ে ঐ গ্রামসেবক উত্তেজিতভাবে বললেন—"লাভ করতে গেলে আমাকে অংশ দিতে হবে।" সেই মুহূর্ত্তে অধ্যাপক অনুপ ঘোষালসহ অন্যান্যরা তাঁর সামনে হাজির হন এবং এই ঘড়িটি মর্জেমকে দেওয়ার পর সুশীলবাবুকে এই ঘটনার লিখিত স্বীকৃতি দিতে অনুরোধ জানান। উপায়ান্তর না দেখে সুশীলবাবু ঘটনা লিখিতভাবে স্বীকার করেন। অতঃপর স্থানীয় গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসককে সমস্ত ব্যাপারটি জানান হয়। মহকুমা শাসক অধ্যাপক শ্রীঘোষালকে এর প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি দেন। শোনা যাচ্ছে ঐ গ্রামসেবক নাকি পুলিশ ও আদালতের শরণাপন্ন হচ্ছেন।

এখন গমের বীজ কি হবে?

আমাদের সাগরদীঘির সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে ঐ ব্লকে ১০০ টাকা করে কৃষিঋণ দেওয়া হচ্ছে। তার মধ্যে ৭৫ টাকা নগদ এবং ১৮·২০ পয়সা মূল্যের ৮ কেজি ৮৫০ গ্রাম গমের বীজ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এখন গমের বীজ চাষীদের কোন্ কাজে লাগবে?

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ) প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির বিক্ষোভ

দেবার ক্ষমতা তাঁর নেই। প্রসঙ্গতঃ তিনি জানান যে শিক্ষক ও স্কুলমাদার নিয়োগের ব্যাপারে সরকারী নির্দ্দেশ এলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ছাড়া তিনি আরও জানান যে, উপদেষ্টা কমিটির সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে যে সদস্য স্কুল পরিদর্শন করছেন, তাঁকে সরকারী নির্দ্দেশের কপি দিয়ে জানিয়ে দেবেন। আলোচনার শেষে তিনি অবস্থানরত শিক্ষকদের কাছে ভাষণ দেন।

বিভিন্ন গণসংগঠনের স্বেচ্ছাসেবক সহযোগিতা দিয়ে সমাবেশকে নানা-ভাবে সাহায্য করেন। এই বিক্ষোভ সমাবেশে ১২ই জুলাই কমিটির বিভিন্ন সংগঠন, জেলা কৃষক সমিতি, গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, ছাত্র ফেডারেশন, গণনাট্য সংঘ ও মহিলা সমিতির নেতৃবৃন্দ ভাষণ দেন।

আগামী ২১শে মার্চ্চ কলিকাতায় কেন্দ্রীয়ভাবে প্রাথমিক শিক্ষকদের বিক্ষোভ সমাবেশ হবে বলে জানা গেল।

—সংবাদদাতা

বিদ্যুৎ উৎপন্ন প্রসঙ্গে

ফরাক্কা ব্যারেজ, ৫ই মার্চ্চ—দু'হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করার পরিপ্রেক্ষিতে ফরাক্কায় উপযুক্ত স্থান পাওয়া যায় কিনা, অনুসন্ধানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের তরফ থেকে উচ্চপদস্থ কর্মচারী, ইনজিনীয়ার এবং যন্ত্র-কুশলীগণ এখানে এসেছিলেন। দু'দিন ধরে সরজমিনে তদন্ত চলে। ফলাফল সঠিক না জানা গেলেও, অনুমান করা হচ্ছে যে, প্রয়োজনের সবরকম তাগিদই ফরাক্কা মিটাতে সক্ষম হবে। ভূমি, জল, বাসস্থান এবং যোগাযোগের সবরকম ব্যবস্থা ফরাক্কায় অপ্রচুর নয়।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-94.B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।